মন্ত্রিসভার বারোটি সভায় গৃহিত জনস্বার্থের সিদ্ধান্তসমূহ

(মার্চ ২০১৮ থেকে ২০১৯)

মার্চ, ২০১৮
* রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনক্রম দেওয়ার বিষয়ে একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার সিবিআই-কে দিতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* আগরতলা বিমান বন্দরের নামাকরণ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের পরবর্তী এডভোকেট জেনারেল হিসাবে বরিষ্ঠ আইনজীবী অরুণকান্তি ভৌমিককে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
* রাজ্যের অপরাধমূলক ঘটনাকে প্রতিহত করতে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্যে পুলিশ বাহিনীতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্রাইম ব্রাঞ্চ জেলাস্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।
* ২০১৮ পর্যন্ত সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীর মেয়াদ ছিল। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়, সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধ করা হবে এবং তাদের বেতন ভাতা রাজ্য সরকার বহণ করবে।
* সরকারি খাস জমি দখল করে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়।

এপ্রিল ২০১৮
* ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস জুড়ে সারা রাজ্যে এনার্জি কনজারভেশন বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। রাজ্যকে হুকলাইন মুক্ত করার হবে বলে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়।
* ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার পেঁচারথল ব্লকের মাছমারা তহশিলের অন্তর্গত উত্তর মাছমারায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নবোদয় বিদ্যালয় সমিতিকে ৫০ কানি জমি বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে একটি ট্রিপল আই টি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে শ্রী শ্রী মাতা ত্রিপুরাসন্দরী মন্দির ট্রাস্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মে, ২০১৮ :
* ১০৩২৩ জুন শিক্ষকের চাকুরির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* অ্যাসিড অ্যাটাকে আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষতিপূরণে সরকার ৩ লক্ষ টাকা সহায়তা করবে। ধর্ষিতার ক্ষেত্রে ৫০ হাজারের পরিবর্তে ২ লক্ষ টাকা, দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিতার ক্ষেত্রে ২০ হাজারের পরিবর্তে ২ লক্ষ, শিশু পাচারের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে ২০ হাজারের পরিবর্তে ১ লক্ষ সহায়তা করা হবে। যারা নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং বিভিন্নভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হয়।
*রাজ্যে প্লাস্টিক ব্যাগের প্রস্তুত করা, সংরক্ষণ করা, আমদানি, পরিবহণ, বিক্রি এবং ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে একটি ম্যাকানিজম মনিটরিং পেনাল্টি স্পট ফাইন ধার্য করার সিদ্ধান্ত করা হয়।
* সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের ৩০০ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য মানান কুমার মিশ্রাকে অ্যাডিশন্যাল এডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্তি করার জন্য রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জুন, ২০১৮ :
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি প্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে ই-স্টাম্পিং চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে বন দপ্তরের প্রমোটিং রেঞ্জারদের প্রমোশন পাওয়ার ক্ষেত্রে যে হাই স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেট ইন রেঞ্জার কোর্স প্রয়োজন হতো তা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জুলাই, ২০১৮:
* রাজ্যের গরিব অংশের মেধাবী ছেলেমেয়েদের যাদের ৫০ শতাংশ নম্বর রয়েছে তাদের ২ বছরের বি এড কোর্স করানোর জন্য চিফ মিনিস্টার্স বি এড অনুপ্রেরণা যোজনা নামে একটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
* ছামনু, দামছড়া, দশদা, ডম্বুরনগর, রইস্যাবাড়ি, রূপাইছড়ি, করবুক, মুঙ্গিয়াকামি, শিলাছড়ি এবং তুলাশিখর এই ১০টি ব্লকের অধীনে ৬১ হাজার ৫৮টি বিপিএল পরিবারকে জুলাই ও আগস্ট মাসে বিনামূল্যে ২০ কেজি চাল প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
* রাজ্যে ৪টি জেলা থেকে বাড়িয়ে ৮টি জেলায় শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* জাইকার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য নন টিম্বার ফরেস্ট প্রডিউস সেন্টার অব এক্সিলেন্স নামে একটি সোসাইটি রিজেস্ট্রেশন করার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'দ্য প্রাইস চিট এন্ড মানি মার্কুলেশন স্কীমস' (ব্যানিং) (ত্রিপুরা) রুলস্ '১৯৭৯ এর সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* ত্রিপুরা স্টেনোগ্রাফার্স (ডাইরেকট রিক্রুটমেন্ট থ্রো কম্পিটেটিভ এক্সামিশন) রেগুলেশনস, ১৯৮৯ এর সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* জনজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়।
* ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে টিসিএস এবং টিপিএস আধিকারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষার রুটিনগত পরিবর্তন করে পরীক্ষা বিষয়ক ক্যালেন্ডার চালু করার সিদ্ধান্ত হয়।
* রাজ্যে ১৫২টি অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালের মধ্যে ২০টি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধিকেন্দ্র চালু থাকায় অবশিষ্ট ১৩২টি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে এই কেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়।
* সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হয় মন্ত্রিসভায় এবং পত্রিকার মালিকানা, সার্কুলেশন এবং অন্যান্য ডিক্লেরেশন পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া জাতীয়স্তরের পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অ্যাডভারটাইজমেন্ট গাইডলাইনের ১৭নং ধারাকে উঠিয়ে দিয়ে ইউনিফর্মাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও আইনশৃঙ্খলাকে মজবুত করতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলা ও দায়রা আদালত স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগস্ট, ২০১৮
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে নতুন নিয়োগনীতি মেনে রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।

সেপ্টেম্বর, ২০১৮
* দুটি আই আর ব্যাটেলিয়ান খোলার জন্য ২০১৪টি নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজ্য মন্ত্রিসভা।
* আগরতলা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনে একটি আধুনিক পরিকল্পনা ও পলিসিকে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।
* কাঞ্চনপুর ও গণ্ডাছড়ায় আগে দু'টি আই টি আই এ শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৪২টি নতুন পদ (বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে) সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

অক্টোবর ২০১৮
* ত্রিপুরা পুলিশে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে অত্যাধুনিক করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* সপ্তম বেতন কমিশনের বিষয়ে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে পি পি ভার্মার নেতৃত্বে গঠিত এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্ট কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নভেম্বর , ২০১৮
* রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডাই-ইন-হারনেস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডাই-ইন-হারনেস নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন প্রতিটি দপ্তরেই শূন্য পদের ১৫ শতাংশ পদ নির্দিষ্ট থাকবে।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোনও নিয়মিত কর্মচারী টেকনিক্যাল রেজিগনেশন দিয়ে যদি নতুন কোনও পদে সরকারি চাকুরীতে যোগ দেন তবে সেই ক্ষেত্রে কর্মচারীর পূর্বতন চাকুরীর সময়সীমা গণ্য করা হবে। এমন কি পূর্বের চাকুরী যদি ১ জুলাই ২০১৮ এর আগে হয়ে থাকে তবে তিনি পূর্বতন পেনশন নীতির আওতায় থাকবেন।
* রাজ্য সরকার জনস্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
* সাহসিকতার জন্য স্বপন দেববর্মাকে মন্ত্রিসভার বৈঠকে চাকুরী দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* সম্প্রতি মানুষের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে অটল জলধারা যোজনার ঘোষণা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মন্ত্রিসভায় এ প্রকল্পটির অনুমোদন করা হয়।
* মহাকরণে ১০০টি এল ডি অ্যাসিস্টেন্ট কাম টাইপিস্ট পদে টি পি এস-সি'র মাধ্যমে নিয়োগ করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
* ৫ নভেম্বর, ২০১৮ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার দোকান খোলা রাখা যাবে।
* বেকার যুবকরা কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে যে অনলাইন দরখাস্ত পূরণের মাধ্যমে ২৩টি বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে সেই পরিষেবার মূল্য বৃদ্ধি করার অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।
* রাজ্যে ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি প্রকল্পটি চালু করতে মন্তিসভার অনুমোদন দেওয়া হয়।
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভ্যাট-২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে। এতে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকার ২ শতাংশ ভ্যাট কমিয়েছে।
* আই পি সি'র ৩৮২ নং ধারার সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়।
* ই-রিক্সা এবং ই-কার্টস চলাচলের ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।
* স্বাবলম্বন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়।
* রাজ্য সরকারের গ্রুপ এ, বি এবং সি ক্যাটাগরি কর্মচারীদের জন্য প্রপার্টি রিটার্নের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ২০১৮
* মন্ত্রিসভার বৈঠকে হাডকো অথবা এল আই সি থেকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
* আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
* রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের ক্ষেত্রে ভ্যাট ও সেস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জানুয়ারি - ২০১৯
* চিকিৎসকদের রি-এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি , ২০১৯
* রাজ্য আসতে আগ্রহী দক্ষিণ ভারতের দু'জন সিনিয়র নিউরোসার্জনকে জিবি হাসপাতালে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা।

দপ্তর ভিত্তিক কাজের কিছু তথ্য

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ

সারা দেশের মতোই ত্রিপুরা অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। তাই এই রাজ্যের উন্নতির জন্য কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে আসল কথা। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। ২০১৮ সালের ৯ মার্চ মন্ত্রিসভা গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে নতুন সরকার কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির উপর সবচাইতে বেশি জোর দেন। রাজ্যে এই প্রথম ১৪টি ধান ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে রেশনের চাল সরবরাহের জন্য ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। এই ধরণের উদ্যোগ সম্পূর্ণ নতুন ২০১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি ৪৩০৬ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১২.২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি কাজে সারের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহারের লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১৭, ৩১৫টি কৃষি জমির নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। ৫৪৪৫৪টি হেলথ কার্ড কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে নতুন করে এলাকা বেড়ে হয়েছে ৩৬,০০০ হেক্টর জমি।

খারিফ মরশুমে কৃষকদের মধ্যে ধান, বাদাম, তিল ও ডাল শস্যের বীজ বিতরণ করা হয়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। ১,২৯০টি পাওয়ার টিলার কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

১৩টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আরো নতুন করে ২৩টি কৃষক বন্ধু চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আত্মা প্রকল্পে কৃষি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। যেসব এলাকায় ফসল ফলানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেইসব এলাকায় কৃষকদের ফসল বিমা যোজনায় আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। মোট ২১৫০০ হেক্টর চাষ যোগ্য জমি এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। ২০৩৪জন কৃষক বিমার আওতায় এসেছেন।

সারা দেশের সাথে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি চালু হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে

প্রাণী সম্পদ বিকাশ-এর জন্য রাজ্য সরকার মূলত দুর্বল অর্থনৈতিক এলাকার লোকেদের প্রাধান্য দিচ্ছে। ২০১৮-১৯ এই অর্থবছরে ৩৮, ৬১৬৯ পশুর চিকিৎসা হয়েছে। টিকা করণের সংখ্যা ৪৮,৮৬, ৮৫৪টি। কৃত্রিম প্রজনন এর সংখ্যা ১,১৫,৯১৪। শংকর প্রজাতির বাছুর উৎপাদন সংখ্যা ৪৪০২। ৫০ শতাংশ ভতুকিতে ৫১২৪জন সুবিধাভোগিকে ৯৪১৭৭৫ কিলো গো খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৫০০টি প্রজনন শিবির সংগঠিত হয়েছে। কৃষকদের সুবিধার জন্য ৯৭৩টি ব্যাঙ্ক লিঙ্ক অনুমোদিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সরকারি খামারে ৩২০৩টি শূকর ছানা, ১৬৫টি ছাগল ছানা, ১৫৬টি খরগোশ, ৯৩০১২টি পোলট্রি হাঁস এবং ২৫০৫৭৩টি এক দিবসীয় হাঁস ও মুরগির ছানা উৎপাদন হয়েছে। ৮৮জনকে ব্রুডার হাউজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

ত্রিপুরায় শিল্প সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রের বিকাশে লাগাতর চেষ্টা চলছে স্থানীয় সম্পদ যেমন রাবার, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, উদ্যান ও কৃষজ ফল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই বুধজং নগরে শিল্প গ্রোথ সেন্টার, ফুট পার্ক , রাবার পার্ক, ব্যাম্বো পার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্প বিকাশের শুভ সূচনা হয়েছে। এছাড়া সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় চার বছরের জন্য ১১৬১২৩ জন বেকার কে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষিত করায় কাজে হাত দিয়েছে। আর এর মধ্যে ইতিমধ্যে ২০ হাজারের বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৭০০ জন সুবিধাভোগিকে তুঁত চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল প্রশাসন

আধুনিক যুগে সরকার পরিচালনায় ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুবিধে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় হচ্ছে আসল কথা। আর এটা বর্তমান সরকার আক্ষরিক অর্থেই সফল করতে ১০০ ভাগ সচেষ্ট। ইতিমধ্যেই ই-স্ট্যাম্প, ই-গ্যাজেট, ই-চালান, ই-পিডিএস,ই-টেন্ডারিং, পঞ্চায়েত মনিটরিং স্টিটেমে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে জনসাধারণের জন্য স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করার চেষ্টা চলছে। রাজ্য এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছে একটি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের সাথে। এর লক্ষ্য হচ্ছে যাতে সরকারের কোন কর্মসূচির সম্পর্কে নাগরিকের মনে অস্পষ্টতা না থাকে, যখন ইচ্ছে মানুষ যাতে যেকোন দপ্তরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যাতে দরপত্র জানার ক্ষেত্রে বাম আমলের সৃষ্ট সিন্ডিকেট রাজের খপ্পরে আর মানুষ পড়তে না হয়। সরকারি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে আরো নতুন পদক্ষেপ এর সূচনা ইতিমধ্যেই হয়েগেছে।

পানীয় ও স্বাস্থ্যবিধি

সকলের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার অটল জলধারা যোজনার সূচনা করেছে। এই প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজ্যে মোট ২২,৬২৪টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ৪,২৩৮টি বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ১৮,৩৮৬টি বাড়িতে ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সংযোগ দেওয়া হবে। এই কাজ চলছে।

স্বচ্ছ ভারত মশন (গ্রামীণ): ১০০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকাকে স্বাস্থ্যবিধির আওতায় আনা সুনিশ্চিত করতে এবং গ্রামীণ জনগমের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলকে উন্মুক্ত শৌচমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়া পূর্ত দপ্তর জল সম্পদেও রাজ্যের সমস্ত চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মৎস্য দপ্তর

রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষ মৎস্যভোজী। মাছ চাষ রাজ্যের মানুষের জীবিকা নির্বাহেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যচাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মৎস্যচাষী রয়েছেন এবং জলাশয় রয়েছে ২৬৯৯০ হেক্টর। রাজ্যে প্রতি হেক্টর জলাশয়ে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ২,৮৮০ কেজি এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ৭৪,২৬০ মেট্রিক টন। সমস্ত উৎস থেকে মাথাপিছু মাছের ব্যবহার ২৪.৪০ কেজি। যদিও স্থানীয় উৎস থেকে মাথাপিছু মাছের চাহিদা হচ্ছে ১৯.৯৫ কেজি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মাছের চাহিদাও বেড়েছে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এক গুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করছে। যার ফলে বর্তমানে রাজ্যে মাছ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধানক্রয়

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যে প্রথমবার রাজ্য সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফ সি আই)-এর সহযোগিতায় কৃষকদের কাছ থেকে ১,৭৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে ১০,০০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয় এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ইতিমধ্যেই ১০, ৪০৪ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ফলে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনা

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ১৯ ফেব্রুয়ারি , ২০১৯ পর্যন্ত ২,২০, ০০০ সুবিধাভোগী পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

ই-পি ডি এস

রাজ্যের সমস্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের রেশন কার্ডের সাথে আধার সংযুক্তিকরণের ফলে দুর্নীতিমুক্ত গণবণ্টন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। স্বচ্ছ গণবণ্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ প্রশাসন -এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিনামূল্যে রেশন

২০১৮-১৯ -এর রাজ্য বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, রাজ্যের ১০টিব্লকের চিহ্নিত অভাবগ্রসত পাড়ার প্রায় ৬০, ০০০ পরিবারকে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (এন এফ এস এ) এর অধীনে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে ২০ কেজি করে বিনামূল্যে চাল দেওয়া হয়েছে।

রেশনের মাধ্যমে ডালশস্য প্রদান

উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা প্রথম ভারত সরকারের মূল্য স্থিতিশীলকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্যে এই প্রথম প্রতি কেজি ৪০ টাকা মূল্যে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সকল রেশনকার্ডধারী ভোক্তাদের কার্ড পিছু ১ কেজি করে মসুর ডাল প্রদানের কাজ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে।

নতুন জাইকা প্রকল্প

চিহ্নিত নদী সন্নিহিত এলাকায় সুষ্ঠ বন ব্যবস্থাপনা, মাটি ও মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ, বনাঞ্চলের মান উন্নয়ন ও বন নির্ভরশীল মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজ্য সরকার ১, ০০০ কোটি টাকার একটি নতুন জাইকা প্রকল্প চূড়ান্ত করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে ক্রমহ্রাসমান বনভূমির প্রায় ৫২, ০০০ হেক্টর এলাকায় বনায়ন পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য ২,৩৫০টি চেক ডেম নির্মাণ করা হবে এবং বন নির্ভরশীল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জীবিকার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর ফলে বনভূমি এলাকায় বসবাসরত জুমিয়া ও পাট্টা প্রাপক পরিবার সমূহ লাভবান হবেন।

আয়ুষ (AYUSH)

প্রকল্পে আগরতলাস্থিত রাজ্য আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল, বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল ও কৈলাসহরস্থিত রাজীব গান্ধী মেমোরিয়্যাল মহকুমা হাসপাতালে পঞ্চকর্মা থেরাপি ইউনিট চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ২,৬১,১২১ জন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

জননী সুরক্ষা যোজনায় : ১০, ২৫৫ জন সুবিধাভোগী এখন পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন।

জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম কর্মসূচিতে : ২৯৩৩৭ জন গর্ভবতী মহিলা ও ৪৮৮২ জন শিশু উপকৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১৭৯৫৬ জন শিশুর টিকাকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RKSK) : ৮,৫৬৪ জন কশোর-কিশোরীদের ক্লিনিক্যাল পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি যোজনা

অনুযায়ী রাজ্যে খেন পর্যন্ত ২০টি জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার খোলা হয়েছে। স্বল্পমূল্যে গুণমানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ করতে প্রাথমিক হাসপাতাল পর্যন্ত সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এ ধরণের জেনেরিক মেডিসিন সেন্টার চালু করার কাজ চলছে।

সুরক্ষিত ও নেশামুক্ত রাজ্য

রাজ্য সরকার ব্যাপক তল্লাসী আভিযান শুরু করে বিরাট সাফল্য পেয়েছে। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা পুলিশ ০৯-০৩-২০১৮ থেকে ১৬-০১-২০১৯ পর্যন্ত ৬৭,১৬৭ কেজি গাঁজা, ১,৩৪,৭৭৩ বোতল কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়াও ৪,৫৫৯ গ্রাম হেরোইন ও ২,৮০,৪৯৮ টি নিষিদ্ধ ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। নার্সারি অবস্থায় গাঁজার চারা ধ্বংস করা হয়েছে ১,৭৪,১২,৩০৪টি। এই সময়ে নারকোটিক ড্রাগস এন্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৪৩২টি। ৬৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রধামন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য)

এর অধীনে রাজ্যের ১,৩৬, ৩২০টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান

এই প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সহ ৩৩৭৯ জন, অফিস কর্মকর্তা ৩৯৯৯ জন এবং স্ব-সহায়ক দলের ২৭,৬৭৬ জন সদস্য-সদস্যাকে রাজ্যের চারটি পঞ্চায়েতী রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

জন পরিকল্পনা শিবির

জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ২ অক্টোবর, ২০১৮ সারা দেশে জনগণের জন্য পরিকল্পনা প্রচার কর্মসূচি অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (জিপিডিপি) সবকি যোজনা সবকা বিকাশ' কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সারা দেশের মধ্যে এই প্রচার কর্মসূচি প্রতিপালনে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (আই সি ডি এস)

৯৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ৩,১১,২৩৬ জন শিশু, ৬৭,৮৯৫ জন গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাকে স্কুল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম (এস এন পি) -এর আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রকল্পে পুষ্টিসহায়ক নতুন খাদ্য তালিকায় ৬ বছর বয়সের কম বয়সী যে কোনও শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ প্রাতরাশ সহ প্রতি সপ্তাহে দুটি করে ডিম দেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা : এই প্রকল্পে কন্যা সন্তান কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত ৬৮,৭১৬ জন বালিকাকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৪,০৩,৯৭৫ জন সুবিধাভোগীকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ২০২২ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সকল গৃহহীন পরিবারে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অভূতপূর্ব পরিকল্পনাটি চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে শহর এলাকায় বসবাসকারী ১৮,০০০ -এরও বেশি সুবিধাভোগীকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, মার্চ, ২০১৯-এর মধ্যে আরও ১৫,০০০ গৃহনির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন ও আবাসন মন্ত্রক সর্বমোট ৮৫, ৫৫০ টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।